

36891 - সংক্ষপে পুরুষের পোশাক সংক্রান্ত বধি-বধিান

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কুরআনে স্পষ্টভাবে নারীর জন্য যে কোন দেশে, যে কোন সমাজে -সটো ইসলামী দেশে হোক কিংবা অনসৈলামী দেশে হোক- কী পরধিান করা আবশ্যকীয় সটো উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পুরুষের পোশাকের ব্যাপারটি জানতে চাই। সটো যে দেশে বা যে সমাজে হোক না কেন; ইসলামী দেশে কিংবা অনসৈলামী দেশে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সংক্ষপে পুরুষের পোশাক সংক্রান্ত বধি-বধিান। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন এই সংক্ষপিত আলোচনাটি যথেষ্ট হয় এবং কাজে আসে:

১. পরধিানযোগ্য সব পোশাকের মূল বধিান হচ্ছে- বধৈতা। যদি না কোন পোশাক হারাম হওয়ার পক্ষ দলি থাকে; যমেন- পুরুষদের জন্য রশেমের কাপড় পরা। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নশ্চয় এ দুটো জনিসি আমার উম্মতের পুরুষদের উপর হারাম (নষিদি), নারীদের জন্য জায়যে (বধৈ)।”[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৬৪০), আলবানী সহহি সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন] যমেন- মৃতপ্রাণীর চামড়া পরধিান করা অবধৈ; তবে দাবাগত করলে তথা প্রক্রিয়াজাত করলে বধৈ। আর ভড়া, উট ও ছাগলের পশম দিয়ে তরৈ পোশাক এর বধিান হচ্ছে- এগুলো পবতির ও বধৈ। মৃতপ্রাণীর চামড়া ব্যবহারের বধিান সম্পর্কে আরও বিস্তারতি জানতে 1695 নং ও 9022 নং প্রশ্নটোত্তর দেখুন।

২. স্বচ্ছ পোশাক পরধিান করা অবধৈ; যে পোশাকে সতর ঢাকবে না।

৩. পোশাকাদরি ক্ষতেরে কাফরে ও মুশরকিদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। তাই যে সব পোশাক কাফরেরে নজিস্ব পোশাক সগুলো পরধিান করা নাজায়যে।

আব্দুল্লাহ বনি আমর বনি আস (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কুসুম রঙ-এর দুটো কাপড় পরহিতি দেখে বললেন: এগুলো কাফরেরে পোশাক। তাই, তুমি এগুলো পরধিান করো না।[সহহি মুসলমি (২০৭৭)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

৪. পোশাকের ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য নারীদের বেশে ধারণ করা এবং নারীদের জন্য পুরুষদের বেশে ধারণ করা হারাম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষ ও পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারীদেরকে লানত করছেন। [সহিহ বুখারী (৫৫৪৬)]

৫. সুননত হচ্ছে- যবে কোন মুসলমি বসিমল্লাহ্ বলবে ডান দকি থেকে কাপড় পরা শুরু করবে এবং বাম দকি থেকে কাপড় খোলো শুরু করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন তোমরা পোশাক পরবে কিংবা ওয়ু করবে তখন ডান দকি থেকে শুরু কর।” [সুনানে আবু দাউদ (৪১৪১), আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৭৮৭) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেন।

৬. নতুন পোশাক পরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও দোয়া করা সুননত। আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোনো নতুন কাপড় পরিধান করতেন, তখন এই পোশাকের নাম উল্লেখ করতেন; যমেন- পাগড়ি বা জামা কিংবা চাদর। তারপর বলতেন:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِي، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

(অর্থ :হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনিই আমাকে এ পোশাক পরিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও এটি যবে উদ্দেশ্যে তরৈ হয়ছে সে কল্যাণ প্রার্থনা করি। আর আমি এর অনষ্টি এবং এটি যবে জন্য তরৈ করা হয়ছে সটোর অনষ্টি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।) [সুনানে তরিমযি (১৭৬৭), সুনানে আবু দাউদ (৪০২০), শাইখ আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

৭. অহমকি ও অতিরঞ্জন বর্জন করে পোশাক-পরচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতিযত্নবান হওয়া সুননত। আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যবে, তিনি বলেন: “যবে ব্যক্তরি অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশে করবে না। এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষ তো পছন্দ করে তার কাপড়টি সুন্দর হবে, তার জুতাটি সুন্দর হবে। তিনি বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৈন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে- সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করা।” [সহিহ মুসলমি (৯১)]

৮. সাদা রঙের পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বলছেন: “তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো। কেননা সাদা পোশাক সর্বোত্তম পোশাক। এবং সাদা পোশাকে তোমাদের মৃতব্যক্তিদেরকে কাফন দাও।” [সুনানে তরিমযি (৯৯৪) হাসান সহিহ, আলমেগণ সাদা রঙের পোশাক

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পরাকমে মুস্তাহাব বলনে; সুনানে আবু দাউদ (৪০৬১) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪৭২)]

৯. পরধিয়ে যবে কোন পোশাকেরে সর্ববোচ্চ সীমা টাকনু পরযন্ত; কোন পোশাককে টাকনুর নীচে প্রলম্বতি করা হারাম। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে তিনি বলনে: “লুঙগরি যতটুকু টাখনুর নীচে যাবে ততটুকু জাহান্নামে যাবে।” [সহি বুখারী (৫৪৫০)] আবু যর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে যবে, তিনি বলনে: “আল্লাহ্ কয়ামতরে দনি তিনি ব্যক্তরি সাথে কথা বলবনে না, তাদরেকে পবত্র করবনে না এবং তাদরে জন্য রয়ছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবু যর (রাঃ) বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি তিনিবার বলছেন। আবু যর (রাঃ) বলনে: তারা ব্যর্থ হোক ও ক্ষতগ্রস্ত হোক। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তারা কারা? তিনি বলনে: লুঙগি প্রলম্বতিকারী, খেঁটা দানকারী ও মথিয়া শপথ করে পণ্যসামগ্রী বক্রয়কারী। [সহি মুসলিম (১০৬)]

১০. ‘যশোদ-পোশাক’ পরধান করা হারাম। সটো এমন পোশাক যা পরহিতিকে অন্যদরে থেকে আলাদা করে তোলে; যাত করে তার দকি চোখ তুলে তাকানো হয়, তার পরচিতি লাভ হয় এবং খ্যাত ছড়িয়ে পড়ে। ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যবে ব্যক্তি যশোদ-পোশাক পরবে কয়ামতরে দনি আল্লাহ্ তাকে অনুরূপ পোশাক পরাবনে।” অপর এক বর্ণনায় বর্ণতি আছে, “এরপর তাকে আগুন পোড়ানো হবে।” অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরানো হবে।” [সুনানে আবু দাউদ (৪০২৯), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৬০৬) ও (৩৬০৭), শাইখ আলবানী ‘সহিহু তারগীব গ্রন্থে (২০৮৯) হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন।]

প্রশ্নকারী ভাই এ ওয়েব সাইটরে ‘পোশাক’ অধ্যায় দেখতে পারনে; সখোনে এ বিষয়ে আরও জ্ঞান রয়ছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।